NOV. 1 9 2000

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

নকল রুধিবে কে!

নূরুর রহমান, কুমিল্লা থেকে ফিরে

পরীক্ষায় নকল এখন কারও কোন মাথাব্যথার বিষয় নয়। এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষায় নকলের খবর ও ছবি সংবাদপত্রে দেখে পাঠক আর বিস্মিত হয় না। গতকাল সারা দেশে শুরু হল ডিগ্রি পরীক্ষা। দেশের অসংখ্য কেন্দ্রের চিত্র এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রের মতোই! অবাধে নকল চলছে। কারও কিছু করার নেই। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে পুরো খবর না জানা গেলেও গভীর রাত পর্যন্ত প্রাপ্ত খবরে বলা হয়, কয়েক হাজার নকলবাজ পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। গতকাল ছিল ইংরেজি পরীক্ষা। এই রিপোর্টারের কুমিল্লার দুটি কেন্দ্রের মনোরম দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। তারই বিবরণ :

বাইরে ও ভেতরে ছিমছাম নিরিবিলি। তবে ভেতরে নকলের কাজটা চলছে প্রকাশ্যে। প্রায় সবার কাছে বইয়ের পাতার তোড়া। এক টেবিলে দুই পরীক্ষার্থী বসেছে গায়ে গায়ে লাগিয়ে। বইয়ের পাতা বিনিময় করছে, এক নকল দুজনে দেখে দেখে লিখছে। সৌহার্দ্য ও বন্ধুত্বের উদাহরণ হওয়ার মতো ব্যাপার যেন। আরেকটি কেন্দ্রের ভেতরে-বাইরে হৈচৈ, চিৎকার, চেঁচামেচি। ছাত্রনেতা কমিটির লোকজন ও বহিরাগতদের জটলা, নির্বিঘ্নে ঘুরে বেড়ানো। চিৎকার করে সরবরাহকারীর কাছে নকল চাওয়া এবং তা দেখে লেখা। যেন মেলা জমেছে। হাট বসেছে। ডিগ্রি পরীক্ষার প্রথম দিনে কুমিল্লার দুটি কেন্দ্রে গিয়ে এ চিত্র দেখা গেছে। প্রথম পরীক্ষা কেন্দ্রটি শহর থেকে দূরে চৌয়ারা আদর্শ ডিগ্রি কলেজ। অপরটি শহরের অজিতগুহ মহাবিদ্যালয়। সকাল ১০টা ৪০। চৌয়ারা কলেজ কেন্দ্রে এর মধ্যে বহিষ্কার হয়ে গেছে ৪ জন। কাজটি করেছেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)। ৪ জনের মধ্যে যে মেয়েটি কান্নাকাটি করছিল অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) চলে যাওয়ার পর তাকে দেখা গেল পরীক্ষা দিতে। কলেজটির অধ্যক্ষ সুলতান আহমেদ বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা জনাত্রিশেক লোকের জটলাকে বারবার অনুরোধ করছেন কেন্দ্রটির বদনাম কমাতে চলে যাওয়ার জন্য। এই জটলার মধ্যে রয়েছে সিলেট, ঢাকা, রাঙ্গামাটি, নোয়াখালী থেকে আসা কয়েকজন। তাদের আত্মীয়স্বজন এই কেন্দ্র থেকে পরীক্ষা দিচ্ছে। চৌয়ারা কলেজ কেন্দ্রে পরীক্ষা দিচ্ছে ৪৮৬ জন। প্রতিটি কক্ষের হাই বেঞ্চগুলো লম্বায় হাত দুয়েক। এক বেঞ্চে বসেছে ২ জন। বাণিজ্য ভবনের ২১ নম্বর কক্ষে বইয়ের একটি পাতা মাঝখানে রেখে লিখছে দুই পরীক্ষার্থী। তারা জানাল, এবার বাইরে থেকে নকল আসতে দেয়া হচ্ছে না। তারা সঙ্গে করে যা নিয়ে এসেছে, তা দিয়েই পরীক্ষা দিতে হবে। তাই তারা আন্তঃকক্ষ নকল আদান-প্রদান করে ঘাটতিটা মেটানোর চেষ্টা করছে। কলাভবনের ৭ নম্বর কক্ষ। দরজার পাশে টেবিলের পরীক্ষার্থী বইয়ের একগাদা পাতা টেবিলের উপর রেখে লিখছিল। এভাবে নকল প্রকাশ্যে রেখে লিখলে কোন সমস্যা হয় কিনা– এই প্রশ্নে পরীক্ষার্থীর উত্তর, 'এখন তো ম্যাজিস্ট্রেট নেই।' এতে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন পরিদর্শক। তিনি বইয়ের পাতাগুলো নিয়ে নিলেন এবং একটি বাজারের ব্যাগে রেখে দিলেন। চৌয়ারা আদর্শ ডিগ্রি কলেজ কেন্দ্র এবার ব্যতিক্রম দৃশ্য দেখা গেছে। চৌয়ারা কলেজে পরীক্ষা

নকল : পৃষ্ঠা : ৬ কলাম : ৭

দেয়াল, কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে দোতলা তিনতলায় নকল সরবরাহ। গতকাল কুমিল্লা অজিত গুহ কলেজ কেন্দ্রের ছবি - এস এম গোর্কি

নকল : রুধিবে কে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মানে বাজার বসা– এই চিরাচরিত দৃশ্যটি ছিল অনুপস্থিত। অধ্যক্ষ সুলতান আহমেদ বললেন, 'আমাদের অনেক বদনাম। বদনাম কমানোর চেষ্টা করছি।' তিনি বলেছেন, গতবারের চেয়ে এবার পরীক্ষার্থী অনেক কম। গতবার ছিল দেড় হাজার। এবার মাত্র ৪৮৬ জন। তিনি জানালেন, 'হাইবেঞ্চগুলো ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের বানানো। তার মতে, আগামীদিন থেকে আর অসুবিধা হবে না। তখন "এক বেঞ্চে একজন বসার ব্যবস্থা করা হবে।

এই কেন্দ্রে কর্তব্যরত পরিদর্শক অজিতগুহ কলেজের অধ্যাপক আজিজুল ইসলাম ও পরীক্ষা কমিটির আহ্বায়ক ইসহাক মজুমদার বললেন, 'কোন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করার পর তারা নিরাপদে ঘরে ফিরে যেতে পারবে– এই নিশ্চয়তা কে দেবে? তারা বলেছেন, 'নিজের কলেজের ছাত্র হলে একটা কথা ছিল। 'অন্য কলেজের ছাত্ররা কেন আমাদের ভয় পাবে, মান্য করবে?' তারা পরীক্ষার্থীদের কেন্দ্র পরিবর্তনকে সমর্থন করে বলেছেন, 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কেন যে সিদ্ধান্তটি বদলালো, কে জানে?'

দুপুর সোয়া ১২টা। গেটের সামনে প্রচণ্ড যানজট ঠেলে যাওয়া হল অজিতগুহ কলেজ কেন্দ্রের ভেতরে। অধ্যক্ষের কক্ষে কাঁদছে বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থিনী শামসুন নাহার। মাসুদুর রহমান নামের এক ব্যক্তি অধ্যক্ষকে বললেন, 'সবাই নকল করছে। শুধু এই মেয়েকে কেন এক্সপেল করলেন।' তিনি কিভাবে পরীক্ষা কেন্দ্রের ভেতরে এলেন– এর জবাবে তিনি যুগান্তরকে জানিয়েছেন, তিনি কলেজ উন্নয়ন কমিটির সদস্য। মাসুদুর রহমান তার সঙ্গী উন্নয়ন কমিটির সদস্য মাহাবুব আলম সেলিম, নূরে আলম নিলু ও ইমতিয়াজ ইউসুফকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারা শিক্ষক মিলনায়তনে বসে জানালেন, এটা অধ্যক্ষের একার কলেজ না। তাদের সবার কলেজ এবং পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢুকতে কেউ বাধা দেয়নি।

অজিতগুহ কলেজ কেন্দ্রে ছাত্রনেতা, এলাকার লোক অনেকের অবাধ যাতায়াত, কক্ষে কক্ষে গিয়ে নকল দিয়ে আসা, কেন্দ্রের বাইরে-ভেতরে চিৎকার, চেঁচামেচির মধ্যে অধ্যক্ষ আবদুর রৌফ ও উপাধ্যক্ষ সৈয়দ আহমেদ বাকেরকে অসহায় মনে হয়েছে।

নতুন ভবনের সিঁড়িতে দেখা হল বইয়ের পাতা হাতে এক যুবকের সঙ্গে। তিনি জানালেন, তার নাম জহির। তিনি ল' কলেজের জিএস। এই পরীক্ষা কেন্দ্রের সর্বত্র অবাধে যাতায়াত করতে দেখা গেল জেলা ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক জাফর, ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক স্বপন, ছাত্রলীগের মুন্না, মাজেদ সরদার, ছাত্রদলের বাপ্পী, মেজবাহসহ অসংখ্য বহিরাগতকে। কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেট অসহায়ের মতো অধ্যক্ষের কাছে জানতে চাইলেন, নেতা, মাস্তান আর এলাকাবাসীর অবাধ প্রবাহ কিভাবে ঠেকানো যায়। অধ্যক্ষ রৌফ বললেন, 'সিদ্ধান্ত হয়েছিল বিডিআর থাকবে। কই বিডিআর তো এল না।' কর্তব্যরত সাব ইন্সপেক্টর সানাউল্লাহ যুগান্তরকে বলেছেন, ১৩ জন কনস্টেবল মূল গেট সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে। চারদিক দেখবে কিভাবে? তিনি বলেছেন, কাউকে জিজ্ঞাসা করলে বলে, টিএনও সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে এসেছি। এই কেন্দ্রের হলগুলোর ভেতরেও একই দৃশ্য। পরীক্ষার্থীরা নকল নেয়ার জন্য ছোটাছুটি করছে। নকল সরবরাহকারীরা আসছে, যাচ্ছে। চিৎকার করে নাম ধরে ডাকাডাকি করছে। কর্তব্যরত পরিদর্শক অন্যদিকে তাকিয়ে থাকছেন অথবা বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে থাকছেন।